মা বলেছেন কারো প্রাণে...

দিলরুবা শাহানা

পৃথিবীতে ছোট গল্পকার হিসাবে মোপাসার পাশাপাশি রুশ সাহিত্যিক আন্তন চেখভের নাম বরাবরই সমান গুরুত্বের সাথে উচ্চারিত হয়। চেখভের এক ছোট গল্পের নায়ক গুসেপ, যে বিখ্যাত আর যার কথা হৃদয়স্পর্শী। ঘটনা সামান্যই। এই গল্পের নায়ক ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান। তার ছেলের মৃত্যুর পর শোক ভারাক্রান্ত মনে তার ঘোড়ার কাছে ছেলের গল্প করছিলো। চেখভের দক্ষ লেখনীতে এই বর্ননা এমন যে পাঠকের হৃদয় গলে যায় বেদনায়।
আমি চেখভের গল্পের নায়কের মত এই দূর বিদেশে মায়ের মৃত্যু সংবাদে শোকাচ্ছন্ন। এখানে কেউ আমার মাকে চেনেনা। উঁনি বিখ্যাত কোন ব্যক্তি নন। কার কাছে তাঁর কথা বলে মনটা হালকা করবো জানিনা।
সবার মা সবার কাছে প্রিয়। আমিও ব্যক্রিম নই। তাই আমার মাও আমার কাছে অনুরুপ। মা আমার তাঁর স্নেহ ভালবাসার অশেষ ধারা সারাজীবন প্রতিদানহীন ভাবে আমাদের প্রতি বইয়ে দিয়েছেন। আজ তাঁর কোন স্নেহের ভঙ্গি, আদরের কোন স্পর্শ বা উৎকণ্ঠিত কোন চাহনির বর্ননা করবো ভেবে পাইনা। সব একসাথে ভীড় করেছে মনের আঙ্গিনায়। কলেজ থেকে ফিরতে দেরী হলে জানলায় তাঁর উৎকণ্ঠিত চেহারা দেখার শর্তহীন আশ্বাস আমার হারিয়ে গেল। মাছ মাংশ আমার ভাল লাগতোনা বলে আমার জন্য মটরশুটি, টমেটো, আলু ডিম দিয়ে তরকারি বা ছোলার ডাল দিয়ে পুঁইশাকের সুস্বাদু রান্না আমার মাছ-মাংশের ঘাটতি পূরণে আর কেউ কোনদিন রাঁধবেনা। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ছিল তার উৎকণ্ঠা। পুষ্টির কথা ভুলতেন না কখনো। আমার এক ভাইয়ের খাওয়ায় অরুচি ছিল। অরুচির অষুধ হিসাবে রাতে চিরতা ভিজিয়ে সকালে ছেকে তেতো পানি খাওয়াতেন ওকে। এমনকি ওর বিয়ের পরেও মা ওকে মাঝে মাঝেই তেতো চিরতার পানি খাওয়াতেন। অনেক সন্তান আর আত্মীয়স্বজনের ভীড়ে সংসার ছিল খাটুনির ক্ষেত্র। তবু কাজ ছিল তাঁর কাছে ভাললাগা মেশানো শিল্প। বড়ভাই চাকরী পাওয়ার পর তার দুপুরের খাবার টিফিন বক্সে সাজিয়ে বাসা থেকে পাঠাতেন। সবচেয়ে নীচের বাটিতে একটুকরা আম বা চালকুমড়ার মোরব্বা, কখনো বা পুডিং বা ছোলার ডালের বর্‌ফি। মাঝের বাটিতে মাছ বা মাংশের তরকারী। তার পরের বাটিতে সব্‌জী বা আদাপিয়াজ কাঁচামরিচ আর সামান্য ঘি দিয়ে ঘন থক্‌থকে্ মাখানো ডাল। সবচেয়ে উপরের বাটিতে ভাত বা লুচির মাপে তৈরি কয়েকটি ময়দার রুটি। রুটি মা নিজের হাতে বেলতেন। রুটি যেদিন দিতেন সেদিন এক টুকরা পনির ভাজি রুটির উপর রাখতে ভুলতেন না। ভালবেসে করতেন বলে কখনো বিরক্ত হতেন না বোধহয়। কিংবা তাঁর বিরক্তি বা ক্লান্তির খবর কেউ রাখেনি কোনদিনও মনে হয়। এই ধরনের ঘটনা সবার জীবনেই থাকে তবে কারো মনে পড়ে, কারো হয়তো মনেই পড়েনা।
মা যেদিন গেলেন আচম্‌কাই গেলেন। নিজে কষ্ট পাননি, কাউকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়নি দীর্ঘসময় ধরে, ভুগাননি অন্যদের। আমি দূরে বলে একরাতের প্রচন্ড জ্বরে পুড়ে যাওয়া গালে তাঁর গাল ছোঁয়াতে পারলাম না, দু'দন্ডের জন্য তাঁর হাতে হাত বুলিয়ে দিতে পারিনি। কথাগুলো ভেবে আমার হৃদয় পুড়ে যাচ্ছে বেদনায়।
মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে পাথর হয়ে বসেছিলাম। যাওয়ার উপায় ছিলনা। আমার দুঃখের পাথর গলানোর উপায় না পেয়ে আমার সন্তান দু'টি অসহায় হয়ে ঘুরছে। ছেলেটি তার খাতা আর পেন্সিল বিছানায় আমার পাশে রেখে গেল।
খাতার দিকে তাকিয়ে মায়ের একটি বিশেষ দিক মনে পড়ে গেল। ছড়া আর কবিতা খুব পছন্দ করতেন। যখন ছোট্ট ছিলাম ঘুমাতে যাওয়ার সময়ে মা তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে ছড়া পড়তেন। মা'য়ের ছড়ার সুরে দোলে দোলে আমরাও নিজের অজান্তে

কখন যেন ঘুমের দেশে পৌঁছে যেতাম। পরবর্তী সময়ে আমাদের সন্তানদের কোলে নিয়েও মা একই সুরে সেই ছড়া আসংখ্যবার বলেছেন। একবার কবি শামসুর রাহমানের একটি কবিতা আমাকে বলেছিলেন পড়তে। যাতে একটি লাইন ছিল 'আমার মা গান গাইতেন কিনা জানিনা'। এমনি ছিল তার কবিতা প্রীতি। এই প্রীতি যেন সেই নদীর মত যার 'চলা যায়না বলা'।

পাশে পড়ে থাকা খাতা পেন্সিল নিয়ে মায়ের শুনানো ছড়া স্মৃতি থেকে লিখতে চেষ্টা করলাম। মায়ের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। অসংখ্য ছড়া শুনেছি তাঁর মুখে সব মনেও নেই। 'ঘুম বুড়ি থুতথুড়ি', আর 'রাঙ্গা ফুল রাঙ্গা ফুল' মোটামুটি মনে করে করে লিখে ফেলতে পারলাম। ঠিক সেই সময়ে ফোন বেজে উঠলো। আমার সেজভাই অঞ্জন আমেরিকা থেকে। গলার স্বর ভারী, দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে জানতে চাইলো

'কি করছিস ছোট'পা?

চব্বিশ ঘন্টাও হয়নি মা চিরদিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই সময়ে তাঁকে ঘিরে স্মৃতি বিজড়িত হাজারো ঘটনা মনে করে কাঁদা ছাড়া, তার আত্মার শান্তির জন্য স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া কিইবা করার আছে। ওর প্রশ্নের জবাবে বললাম

'আম্মা যে ছড়া শুনাতেন তাই মনে করে করে লিখছি।'

'বলতো দেখি কি কি তোর মনে আছে'

কান্না চেপে রেখে ওকে ছড়াগুলো শুনালাম। রাঙ্গাফুলের শেষ লাইনক'টি এরকম

'ফুল, পাখি, খুকুমণি তোমরা সকলে
এতো ভাল কথা আজি আমারে শুনালে
সকলের প্রতি এতো ভালবাসা যার
তাহার চরণে কোটি প্রণাম আমার।'

ভাঙ্গা গলায় অঞ্জন ওপাশ থেকে বললো

'ঐ ছড়াটা তোর মনে নাই ? যা আম্মা প্রায়ই বলতো

'মা বলেছেন কারো প্রাণে কষ্ট দিতে নাই,
তাইতো পাখি তোমায় আমি বাসতে ভাল চাই।'

ভাই আমার ফোন রেখে দিল হয়তো তার কান্না চাপার শক্তি শেষ।

কাউকে যাতে কষ্ট না দেই এটাই হয়তো আমার মায়ের প্রত্যশা ছিল আমাদের কাছে। তাই ছড়ার ছলে বার বার একই বলে গেছেন। মাকে বলতে চাই, 'মাগো, তোমার সন্তানেরা তোমাকে ভুলবেনা ও ছড়ার ছলে বলে যাওয়া তোমার উপদেশও ভুলবেনা কোনদিন।